

Date- 03/11/2021

আসামিগান
১। শ্রী সমীর হালদার,
পিতা মৃত বরুনা নিধন হালদার,
২। শ্রীমতি জ্যোত্স্না হালদার
মাতা মৃত বরুনা নিধন হালদার,
৩। শ্রীমতি ইতি হালদার সরকার,
স্বামী দেবলাল সরকার,
৪। শ্রীমতি অর্চনা হালদার বিশ্বাস,
স্বামী রঞ্জন বিশ্বাস,
স্বর্গ সাক্ষিন- লক্ষ্মিন মহেশ্বরভাবরী,
থানা- শামুকতলা,
জেলা- অরুণিপুরদয়ার

বিষয়- এতদ্বারা

বিনীত নিবেদন এই আমি উপরেতে একেছারকারিনি অন্য আপমার ধানায় আসিয়া এই মর্মে একেছার করিতেছি যে, আমার স্বামী প্রতাপ হালদার হাঙ্গপাতলে মৃত্যুর সাথে লড়াই করিতেছে। আমার স্বামীর হাতের হাড়ভালি বাধা, প্রানে বাঘে কিনা জানি না। গত ইং ২৯/১০/২০২১ তারিখ শুক্রবার রাত্রি চাঁদা মীণাণ উপরেতে আসামিগণ আমার স্বামীর দোকানে এসে দোকান বন্ধ করার সময় লোকসনে ঢুক লোহার রত দিয়ে ১নং আসামী আমার স্বামীকে সমানে মারতে থাকে ও অনন্য আত্মহীন প্ররোচনায় এবং তাহাদের সকলের হাতে পাঠি ছিল তারাও মারতে থাকে। আসামীরা আনন্দে বসে থাকি ছেলে কেন ঘাস না। ছয় মাস থেকে বসতেছে। সাথে, সাথে আমার স্বামীর দোকান ডাঙাফে করে। এদের অত্যাচারে আমার স্বামী বাড়িতে টাকা পয়সা রাখ না লোকসনেই রাখে। আমার স্বামী নতাজ অবস্থায় অস্ত্রান হইয়া পড়িলে আমার চিংকারে গ্রামের লোক আসিলে মসে, মসে, আলিপুরদুয়ার হাঙ্গপাতলে ডাকার চিকিৎসা শুরু করিলে তাহার জ্ঞান ফিরে। আমার স্বামী ওটাকা সুদে এক লক্ষ টাকা বরু বাহন সরকারের নিকট থেকে এনে ছিল বাসী পুজার সময়ে দোকানে মাল তুলবে বলে। দোকানের বিক্রি টাকা স্বাত হাজার ছিল। এন আসামী ঐ সুযোগে আমার স্বামীর দোকানে থাকা ১,০৭,০০০/- টাকা ভুলি নিয়ে নেয়। সে স্বামী থেকে বঞ্চিত। বাবার বাড়িতেই থাকে। বর্তমানে আমার স্বামীর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখিয়া ডাকার বাবু নথিবেতল মেডিক্যাল এ রেকর্ড করে। টাকার অভাবে নিতে পারি নাই তাই, সচিবনী পালস নার্সি হোমে, আলিপুরদুয়ারে ভর্তি করাই আমার স্বামীর হাতের অপারেশন হবে ডাক্তার বাণু বলেছেন।

প্রকাশ হাকে যে, আমার স্বামী আমার পিতার প্রথম পুত্র, আমার পিতার কয়েক বিধা জমি ছিল। সংসারে খাওয়া ভুটত না। ইনিয়ে আমার বাবা পড়া ছাড়াইয়া লালন হাতে তুলে দেন এবং আমার স্বামী অতীত বষ্ট করিয়া আসন্নদেরকে প্রতিপালন করিয়াছে।

Contd.P/2

MA IUKTALA P.S.

আমার বিবাহের পর থেকে আসামীরা আমার এবং আমার স্বামীর উপর অন্যায় অত্যাচার শুরু করে এবং আমাদেরকে আলাদা করে দেয়। এবং আমাদের এক কন্যা সন্তানের জন্মের পূর্বেই। কন্যা সন্তান জন্ম নিবার পর থেকে আসামীরা তাহাদের অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করে দেয়। টিউলওলে ও পায়খানায় অলাদা দেয়। সরকারি নির্দেশ আছে গ্রামের কোন জায়গায় পায়খানা করা যাবে না পরিবেশ নষ্টন হবে। বাড়িতে খাবা চলবে না। ২নং আসামী বলে আমি যতদিন বেচে থাকব আমি ভাল হইতে দিব না। বাড়ি বহুতে কোথায় জাবি চলে যা। বাড়িতেও তাদের জাকাজ নেই লোকজন ও ভেঙ্গে দিলাম। বিচলে আমার কোন দিন বাড়িতে আসবি না। আমাকেও আসামীরা যথেষ্ট মেরেছে। আমার স্বামীকে প্রানে মেরে ফেলার জন্য আসামীরা মেরেছে সম্পত্তির লোভে। বর্তমান আমার স্বামী চিকিৎসাধীন আছে এবং তাহাদের চিকিৎসার জন্য আমি ব্যাপ্ত থাকিবার দরুন এই প্রজ্ঞাহার করিতে বিলম্ব হইল।

সেমতে প্রার্থনা আসামীদের প্রেপ্তার করিয়া উপযুক্ত শাস্তি বিধানে আস্থা হয়।

ইতি নিবেদক

এই প্রজ্ঞাহার খানি আমার কথামতো মুদ্রিত হইয়াছে।
মুদ্রন হইবার পরে লেখা সঠিক জানিয়া এই প্রজ্ঞাহার
সহি করিলাম।

MR. ANGELO BIRMA

১৩/১১/১৯৮০
১৩/১১/১৯৮০
১৩/১১/১৯৮০
Law Clerk of the Court

Mr. Gouranga Ray
Law Clerk
13/11/1980